PRINT

সমকাল

শাবির সমাবর্তন যেন সোনার হরিণ

১১ ঘণ্টা আগে

রাজিব হোসেন, শাবি

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্নাতক পড়া শেষে গাউন গায়ে চাপিয়ে কালো টুপিটি আকাশে ছুড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশ জয় করে ফিরলেও ১২ বছর ধরে সমাবর্তন 'জয় করা' যেন অধরাই থেকে যাচ্ছে।

২০০৭ সালে শেষবার যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় তখন স্বপন আহমেদ সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। মাস ছয়েক আগে তিনি শাবির অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছেন। একরাশ হতাশা নিয়েই স্বপন বলেন, এত সময়েও শাবিতে আর কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা সমাবর্তন পেয়ে যখন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশ করে, তখন খুব খারাপ লাগে। সমাবর্তন নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করা শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে একই হতাশার সুর প্রতিধ্বনিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শাবির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে প্রতিনিয়ত ট্রল তৈরি হচ্ছে সমাবর্তন নিয়ে।

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত শাবিতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯১ সালে। একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ২৯টি ব্যাচ এসেছে। এর মধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করে বেরিয়ে গেছে ২৪টি ব্যাচ। নিয়ম অনুযায়ী, এ সময়ের মাঝে ২৪ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত শাবিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র দু'বার। অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শাবি খুব অল্প সময়ের মাঝে অর্জনের ব্যাপ্তিতে অন্যদের ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে একই সময়ে ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাবর্তন আয়োজনের দিকটি তুলনা করে দেখা যায়, ২৮ বছরে মাত্র দু'বার সমাবর্তন আয়োজন করতে পারা শাবির ব্যর্থতাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, শাবিতে প্রথম সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এম হাবিবুর রহমানের মেয়াদে ১৯৯৮ সালের ২৯ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় সমাবর্তন তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলামের মেয়াদে ২০০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম সমাবর্তনে ১৯৯১-৯২ সেশন থেকে শুরু করে ১৯৯৪-৯৫ সেশনের মোট চারটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের এবং দ্বিতীয় সমাবর্তনে ১৯৯৫-৯৬ সেশন থেকে শুরু করে ২০০০-০১ সেশনের মোট ছয়টি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন দেওয়া হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ১২ বছর পার হয়ে গেলেও সমাবর্তন হয়নি আর। সর্বশেষ সমাবর্তনের পর এ পর্যন্ত ১৩টি সেশনের শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর এবং ১৪টি সেশনের শিক্ষার্থীরা স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। মূল সনদ না পাওয়ায় তারা সবাই সাময়িক সনদ নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বিদায় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন। মূল সনদ না থাকায় চাকরিতে প্রবেশের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন বলে নিয়মিত অভিযোগ করেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

শাবির সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচবার, ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চারবার, ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচবার এবং ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১০ বার সমাবর্তন আয়োজন করেছে। দেশের উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র?্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বার, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ২২ বার এবং ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত সাতবার সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাবির সমাবর্তন এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। শাবির সমাবর্তন নিয়ে শাবির সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মুকিত-উল হাফিজ সমকালকে বলেন, ক্যাম্পাসে না ফেরার অভিমান পুষেই খুব করে চাচ্ছি যে, এই তো সামনের বছরে সমাবর্তন হবে, তখন তো যাব। হায় প্রতীক্ষা! ২০০৭ সালের শেষবার সমাবর্তন যখন হয় তখন আমি স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে বাইরে থেকে দেখে উপভোগ করেছি, তাই হয়তো আক্ষেপটা একটু বেশি।

সমাবর্তন আয়োজনের আশ্বাস দিয়ে শাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন বলেন, আমরা সমাবর্তন করব। এই মুহূর্তে তারিখ বলতে পারছি না। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করে, তিনি যখন আমাদের সময় দেবেন, আমরা তখন আয়োজন করব। সেটা চলতি বছরের শেষের দিকে অথবা আগামী বছরের প্রথমের দিকে হতে পারে। আমরা আশাবাদী, তিনি আমাদের সময় দেবেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এখানে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী সমাবর্তন পায়নি। এতগুলো শিক্ষার্থীর তো একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব না, তাই আমরা দু'ভাগে সমাবর্তন দেব। প্রথমে কিছু ব্যাচ এবং পরবর্তী সময়ে বাকি ব্যাচগুলোর সমাবর্তন হবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com